আরেকটি বাংলা স্কুলের বার্ষিক সভা

কর্ণফুলী'র মিনি রিপোর্ট

প্রবাসী বাংলাদেশী একটি সংগঠনের উদ্যেগে সিডনীর পশ্চিমাঞ্চলে আরেকটি সাপ্তাহিক বাংলা স্কুলের বার্ষিক সভা সম্প্রতি উদযাপিত হয়ে গেল। ছাত্র/ছাত্রী'র টানাটান থাকলেও সিডনীতে এখন পর্যন্ত প্রায় অর্ধ ডজন সাপ্তাহিক বাংলা স্কুল ভুমিষ্ঠ হয়ে গেছে। কিছু কিছু স্কুলে'র ছাত্র/ছাএীর সংখ্যা উক্ত স্কুলের কার্যকরী কমিটির সদস্য সংখ্যার চেয়েও কম। বন্ধের দিন সপ্তাহে দু'ঘন্টার এ ধরনের মহতী উদ্যেগে প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলগুলোতে বাংলাদেশী অভিভাবকরা সাধারনত কেন তাদের সন্তানদের পড়তে বা বাংলা শিখতে নেন না বা পাঠান না, এ প্রশ্নের জবাবে অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাংলদেশী অধ্যাপক কর্ণফুলীকে বললেন, "পশ্চিমা সভ্যতা ও সাংস্কৃতির উজানে ছেলে-মেয়েদের বাংলাতে পড়া লেখা ও দেশীয় সভ্যতা শেখানো প্রতিটি পিতামাতার একটি নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু এখানে স্কুল প্রতিষ্ঠার নামে রিফ্যুজী ভিসার জন্যে আবেদনকারী স্কুল প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকদেরকে মাইগ্রেশন পাইয়ে দেয়ার নামে যে মিথ্যা ও অসৎ আশ্বাস দেয়া হচ্ছে বা উদ্যেক্তাদের মাঝে নেতা হবার নামে যে দলাদলি হরহামেশা হচ্ছে তাতে সহজে অনেকের মন টানে না। তাই শত অসুবিধা সত্বেও নিজ চেষ্টায় ঘরেই অনেকে বাচ্চাদের দু-কলম বাংলা শেখাচ্ছে। আর তাছাড়া ঐ সকল স্কুলগুলোতে বাচ্চাদের পড়তে নিয়ে গিয়ে দেখা গেছে, অপেক্ষারত অভিভাবকরা প্রায়ই 'খেজুর বিচী' বাছাই এর আসর বসিয়ে থাকেন, অর্থাৎ কে কি করেন, কার কি হলো, কে কিভাবে অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছিল, কে আবার বিয়ে করলেন, কে ঝাড়ু দেন, কে ট্যাক্সি চালিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন অথবা কে আরেকটি নুতন বাড়ী কিনলো তা নিয়ে রীতিমত বড় ধরনের আড্ডা চলতে থাকে স্কুল প্রাঙ্গনে। আর ছবি তোলার মওসুম হলে চেনা জানা কিছু অভিভাবকদের হাতে-পায়ে ধরে বেশ কিছু শিশুদের জড়ো করে হাতে দু'পয়সার বাতাসা ধরিয়ে দিয়ে অবুঝ শিশুদের হাসিমুখ ক্যামেরায় ফ্রেম বন্দি করা হয়। আসলে এ কারনে সুশীল ও ভদ্র কোন প্রবাসী বাংলাদেশী পরিবার সহজে তাদের বাচ্চাদের নিয়ে ঐসকল স্কুলে যেতে চান না। যার ফলে সিডনীতে প্রায় প্রতিটি বাংলা স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী'র উপস্থিতির এই দৈন দশা এবং কয়েকটি স্কুল ইতিমধ্যে নাম সর্বস্ব নিথর হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু সংগঠকদের নাম ও পদবী সচল আছে।"

উক্ত অভিভাবকটির বক্তব্য কতটুকু সত্য বা যুক্তিসঙ্গত তা আজ সিডনীবাসী বাংলাভাষীদের পুনরায় ভেবে দেখার সময় এসেছে। লক্ষ্য করা দরকার ঐ সকল স্কুলে কে বা কারা, কাকে কি উদ্দেশ্যে প্রিন্সিপাল অথবা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছেন, তথাকথিত শিক্ষকদের ঐ সকল শিশু কিশোরদের পড়ানোর আদৌ পুর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা অথবা একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা যিনি শিশুদের বাংলা শেখাবেন তিনি ঠিকমত দু-শব্দ বাংলা উচ্চারণ করতে পারেন কিনা এবং এক পাড়ায় একাধিক স্কুল না করে সন্মিলিত চেষ্টায় একটি ভালো বাংলা স্কুল করা যায় কিনা তা নিরপেক্ষভাবে যাচাই বাছাই ও বিবেচনা করা দরকার।

গত ১৮ইজুন রবিবার রকডেল পাবলিক স্কুল মিলনায়তনে বাংলাদেশ কালচারাল স্কুল, রকডেল এর যে বার্ষিক সাধারণ সভা'২০০৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে সে স্কুলের নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা সর্বসাকুল্যে কতজন তা না জানা গেলেও কমিটির কর্তাব্যক্তিদের নাম তালিকা সমেত বাংলা স্কুলটি আমাদের কর্ণফুলীকে তাদের অনুষ্ঠানের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন